মাচ্ (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry) বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প যা আমেরিকান সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ১৯৯৮ সাল থেকে মাচ্ প্রকল্প -এর সহযোগী সংগঠন সমূহ (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ এবং কারিতাস বাংলাদেশ) এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনটি বৃহৎ জলাভূমি (শ্রীমঙ্গলের হাইলহাওড়, তুরাগ বংশী নদী এবং কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা এবং শেরপুরের কংসমালিঝি অববাহিকা) অঞ্চলে জলাভূমির সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি করা বর্ষা মৌসুমে এই জলাভূমিগুলো প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং শুকনো মৌসুমে তা প্রায় ১০০টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয় ১১০টি গ্রামে বসবাসকারী ১,৮৪,০০০ এর উপর লোক এই প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত

বাংলাদেশের মৎস্য ও জলাভূমির সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিস্তার

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য ও জলাভূমি সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে জলাভূমির অবক্ষয়, অতিরিক্ত ব্যবহার, শুষ্ক মৌসুমে এর পানি কৃষি এবং অন্যান্য জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার- এসকল বহুবিধ কারনে বাঙালীর প্রধান খাদ্য এবং লাখো গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠির বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন আজ হুমকির সম্মুখীন বিশ মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ চিত্র কিন্তু বাংলাদেশ সৃজনশীল স্থানীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে যার মধ্যমে সফলভাবে জলাভূমি ব্যবস্থাপনা করা যায় সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর বিকাশ ঘটানো একটি চ্যালেঞ্জ, যা জলাভূমিকে টেকসই করবে, মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বাড়াবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চহিদা পূরণ করবে মাচ্ পলিসি ব্রিফ-১ "সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশে জলাভূমির অধোগতি প্রতিরোধের উপায়"-এ সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু অর্জিত শিক্ষা লিপিবদ্ধ ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে এই পলিসি ব্রিফটিতে বেশি জোর দেয়া হয়েছে সমাজভিত্তিক সংগঠন বিকাশের চ্যালেঞ্জ এবং কিভাবে বেশি সাফল্য অর্জন করা যায় তার ওপর

পটভূমি

সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করে যে, সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসইত্বের ব্যাপারে পূর্ববর্তী সময়ে ব্যবহৃত (উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া) পদ্ধতির ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য দ্রুত নতুন কৌশল খুঁজে দেখা দরকার এতে স্থানীয় লোকদের সরাসরি স্থানীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের (ভূমি, পানি এবং মৎস্য সম্পদের) উপর নিয়ন্ত্রন থাকা উচিত্ব এতে করে তারা সম্পদকে মূল্যায়ন করতে শিখবে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বশীলতা বাড়বে

মাচ্ প্রকল্প প্রতিবেশ বা eco-system ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করেছে যার মাধ্যমে শুধুমাত্র প াবনভূমি নয় এর জলঝারিকা (watershed) অঞ্চলেরও ব্যবস্থাপনা করা হয় উপরন্তু, এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে সকল এলাকাবাসীকে যাদের জীবিকা (আয় ও খাদ্য) জলাভূমির উপর নির্ভরশীল মাচ্ প্রকল্পের লক্ষ শুধু একটি জলাভূমি নয় বরং সমগ্র প াবনভূমির প্রতিবেশের (বিল, হ্রদ, নিম্নাঞ্চল, মৌসুমী প াবনভূমি, নদী এবং ছড়া/ঝরনা) সকল সম্পদের যেমন- মৎস্য, উদ্ভিদ ও বণ্যপ্রাণীর টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এই কৌশলের একটি উলে খযোগ্য দিক হচ্ছে এখানে একটি বিকেন্দ্রীকৃত সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যা সমাজভিত্তিক সংগঠন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনকে একত্রিত করেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই উৎকৃষ্ট অনুশীলনগুলো কিভাবে ১২,০০০ জলমহল এবং প্রায় ৪ মিলিয়ন হেক্টর প াবণভূমিতেপ্রয়োগ করা যায় তা ভেবে দেখা

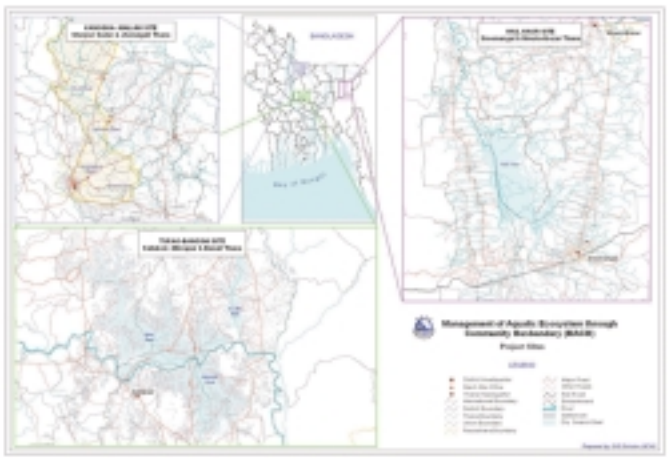

অর্জিত শিক্ষা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষনীয় বিষয়গুলি এখানে বিবেচনায় আনা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলি হলোঃ সহব্যবস্থাপনা ও সমাজভিত্তিক সংগঠন -

আরএমও সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মিটিং

সমাজভিত্তিক সংগঠন

- ১৯৯০ সাল থেকে বেশ কিছু প্রকল্প মৎস্য এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রায় ২৫০টি সমাজভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) তৈরীতে সাহায্য করেছে অতীতে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু বড় রকমের সমস্যা ছিল- এই ধারনার ভিত্তিতে তাদের এই নতুন প্রচেষ্টার শুরু তুলনামূলকভাবে বৃহৎ জলাভূমি ব্যবস্থাপনা করার জন্য মাচ্ প্রকল্প ১৬ টি সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরীতে সহায়তা করে মৎস্য সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা, মৎস্যের আবাসভূমি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতা ও জ্ঞান খুবই গুরত্বপূর্ণ কিন্তু টেকসইত্বের জন্য মূলতঃ দরকার সাম্যভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক পদ্ধতির অনুশীলন্ব
- মাচ্ যে সকল বৃহৎ জলাভূমি নিয়ে কাজ করে সেখানে দেখা হয় সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন গ্রামের লোকদের বা সংশি ষ্টব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করছে কিন্ব জলাভূমি বলতে এখানে বুঝায় সরকারি জলমহাল যা সমাজভিত্তিক সংগঠনকে ইজারা দেয়া হয়েছে এবং সংলগ্ন ব্যক্তিগত ভূমি যা মৌসুমী বন্যায় প াবিত হয়
- সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোকে প্রতিনিধিত্বশীল করতে গিয়ে মাচ্ প্রকল্প গরীব সম্পদ ব্যবহারকারীদের জন্য সদস্যপদ এবং পরবর্তীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠনের উদ্দেশ্যে কিছু টার্গেট নির্ণয় করেছে উপরন্তু, এই বিষয়ে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে সম্পদের ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার স্বার্থে বিকল্প আয়ের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার সাথে তাদের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত

সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের ধরন

সদস্যভিত্তিক	উদাহরণ স্বরূপ, সমস্ত দরিদ্র পরিবার যারা আয়ের জন্য কোন জলাভূমিতে মাছ ধরে, তারা সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনে যোগদান করে এমন নিয়ম করা যাতে সদস্যরা এবং অন্যরা যেন বিশেষ সময়ে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকে বা যারা সদস্য নয় তারা যেন মাছ ধরা ভিত্তিক আয় থেকে বিরত থাকে নির্বাহী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং দলের সাধারণ সদস্যদের নির্বাহী কমিটির সাথে একটি সংযোগ থাকব
প্রতিনিধিত্বকারী	সমস্ত সংশি ষ্টব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করা (অধিকাংশ সময় যেটা পেশাদার জেলেদের জন্য সংরক্ষিত থাকে) এমন ধরনের নিয়ম তৈরি করা যা সম্ভাব্য সকল ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকরী এমন স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিবর্গ যারা সদস্য হিসাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেবা দিতে পারেন অথবা এলাকার সংশি ষ্টজনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি যারা গঠণতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিতও হতে পারেন বা প্রয়োজনে জনগণ তাদের স্থলে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারেন

জলাভূমি সম্পদ শ্রেনী ও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক

সম্পদের শ্রেনী	সদস্য ভিত্তিক	প্রতিনিধিত্বকারী
বদ্ধ জলাভূমি যেখানে মাছ মজুদ করা হয়	অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি সদস্যপদ গরীব পেশাদার জেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা না হয় এবং অর্থ সাহয্য না করা হয়, তাহলে ধনী পরিবারগুলো এই সমিতিতে আধিপত্য বিস্তার করবে	পালনযোগ্য নয় ধনী অমৎস্যজীবী লোকেরা সহজে অর্থ প্রদান করে জলমহালের ভাগ নিতে পারে
মাছ মজুদ ব্যতীত বিল জলমহল	পরিক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তবে যদি সদস্যপদ দরিদ্র পেশাদার জেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা না হয়, তাহলে ধনীরা ইজারা মূল্য পরিশোধ করে জলমহলে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এতে আশেপাশের জমিওয়ালাদের সাথে দ্বন্দ নিরসনের কোন ব্যবস্থা নেই	চেষ্টা করা হয়েছে তুলনামূলকভাবে ধনী অমৎস্যজীবীরা সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে যদি না অধিকাংশ মৎস্যজীবী প্রতিনিধিত্ব করে এবং জলাভূমি সম্পদ সংরক্ষন ও গরীবদের সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা চালু করা না হয়
প াবনভূমি	কোম্পানী বা শেয়ার ব্যবস্থাপনায় মাছ মজুদ ব্যক্তিগত প াবনভূমিতেআর্থায়ন করা যেতে পারে প াবনভূমি অঞ্চলের নিদিষ্ট শেয়ার বিক্রি অবস্থাপন্ন পরিবারের অনুকুলে যেতে পারে এবং এই পদ্ধতি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং বেঁচে থাকার জন্য মাছ ধরার ব্যবস্থাকে নির্মূল করে দিতে পারে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালন করা হয় যেখানে মৎস্যজীবী, ভূমিহীন ও কৃষকরা সম্পৃক্ত সেখানে সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতিগত বিষয়ে এবং জমি ও পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐক্য মতে পৌছানো যায়
নদী	যেকোন পদ্ধতিতে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু সদস্যপদ পদ্ধতি প াবনভূমিতেসুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া না হলে, স্থানীয় দ্বন্দ এবং ব্যাপক জনসমর্থনের অভাব দেখা দিতে পারে	

- সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং সমাজভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মতামত প্রদানকারী নেতারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের সেই মতামতের পরিবর্তন আনা একান্ত প্রয়োজন এই জন্য যে, এই সকল নেতারা যাদের প্রতিনিধিত্ব ও সেবা করে সেই জনগনের উদ্বেগ ও চাহিদার প্রতি কোন সংবেদনশীলতা দেখায় ন্ব
- গতানুগতিক ৫ বছরে প্রকল্প মেয়াদ সমাজভিত্তিক সংগঠনকে টেকসই করে তৈরি করার জন্য যথেষ্ট নয় মাচ্ প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমটি করতে

লেগেছে ৬-৮ বছর এর মধ্যে রয়েছে প্রথম দিকের কার্যক্রম যার বেশীরভাগই ছিল স্থানীয় পর্যায়ের সমাজ সম্পর্কে ধারণা অর্জন, সংগঠন তৈরী, সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং এক পর্যায়ে প্রকল্প শেষ করার পরিকল্পনা (exit strategy)

- সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরী ও জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজে অর্থের প্রয়োজন ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প, সংগঠন তৈরীর লক্ষ্যে প্রতি মাসে প্রতি মৎস্যজীবি বাবদ ১২০ টাকা ব্যয় করে এদিকে মাচ প্রকল্প প্রতি মাসে প্রতি সিবিও (সমাজভিত্তিক সংগঠন) বাবদ ২৪০,০০০ টাকা ব্যয় করে (প্রতিটি উপকারভোগি পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ১২০ টাকা খরচ করে, বিশেষ করে সে সকল সিবিওর ক্ষেত্রে যাদের বিস্তার ব্যপক এলাকায়)

- এই সকল ব্যয়ের সাথে আরো যুক্ত করতে হবে প্রকল্প এলাকার এমন অনেক কর্মসূচী বাবদ খরচ যেগুলো শেষ পর্যন্ত নানা কারনে সফল হয়নি সমাজভিত্তিক সংগঠন, সঞ্চালক দল এবং বাইরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নিয়মিত মনিটরিং ও পর্যবেক্ষণ শিক্ষার সঞ্চার করবে যার মাধ্যমে সফল হয়নি এমন কার্যক্রমের সংখ্যা কমানো যাবে

সহ ব্যবস্থাপনা

- স্থানীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও সিবিওদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান তাদের বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যার মাধ্যমে তারা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং দ্বন্দ নিরসনে অংশগ্রহণ করতে পারে মাচ প্রকল্পের অধীনে এরা সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন, এবং ইউনিয়ন পরিষদের মিটিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ পান তারা সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেন যা উপজেলা মৎস্য অফিসার কর্তৃক স্বীকৃতি দেয়া হয়

- বাংলাদেশে যত সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে তারা সহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং মৎস্য বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত মাচ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সহব্যবস্থাপনায় আরো পক্ষের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত্ব মাচ কতৃক সৃষ্ট "স্থানীয় সরকার কমিটি" যা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সদস্য সচিব, আরও আছেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী, পশু সম্পদ কর্মকর্তা এবং সমাজসেবা অফিসার ইত্যাদি), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সমাজভিত্তিক সংগঠনের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত, এটা অত্যন্ত কার্যকরী ভুমিকা পালন করতে পারে

- টেকসইত্ব অর্জনের জন্য অর্থ প্রয়োজন তহবিল ছাড়া স্থানীয় সরকার সমাজভিত্তিক সংগঠনের কার্যক্রমে তেমন আগ্রহ দেখায় না মাচ তার সমাজভিত্তিক সংগঠনের চলতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়, যাতে তারা সমাজভিত্তিক সংগঠনের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে দেখা, সমাজভিত্তিক সংগঠনের মৎস্য ও জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে পারে

- মৎস্য বিভাগের 'অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল' (আইসিএফএস) মাচের অনেক শিক্ষা নিয়ে একটি জাতীয় কর্মসূচির কাঠামো তৈরি করেছে এখানে একটা জাতীয় নীতি প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে উপজেলা সহব্যবস্থাপনা কমিটি সমাজভিত্তিক সংগঠনকে সহায়তা করবে, বিশেষ করে যেখানে অনেক জলাশয় ও সমাজভিত্তিক সংগঠন রয়েছে

আরএমও সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মিটিং

নীতিগত সুপারিশমালা

দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য স্থানীয় চিন্তা ভাবনার প্রতিনিধিত্বকারী একটি কমিটি থাকা প্রয়োজন যারা স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে তদারক, পর্যালোচনা এবং সমন্বয় করবে উপজেলা জলমহল ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মপরিধি পরিবর্ধন ও সংশোধন করে এ কাজ করা সম্ভব সরকারী নীতির উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে এই কমিটির দায়িত্ব হবে সরকারী রাজস্ব আদায় নয় বরং মাছ ধরার উপর নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করা জলমহল কমিটিগুলো সৃষ্টি হয়েছিল ইজারা মূল্য নির্ধারণ এবং জলমহল ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে নতুন কমিটি নতুন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এগুবে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তি পরিহার করার জন্য তাদের উচিত নাম পরিবর্তন করে উপজেলা মৎস্য কমিটি রাখা উপজেলা মৎস্য কমিটি ক্রমান্বয়ে উপজেলা জলমহল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে স্থানান্তরিত করবে

১. উপজেলা মৎস্য কমিটি (ইউএফসি) কিভাবে গঠিত হবে তার বর্ণনা "অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল"- এ দেয়া আছে, উলে খযোগ্য যে এই কৌশলটি মাচ-প্রকল্পে ব্যবহৃত মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে ইউএফসি সমাজভিত্তিক সংগঠনের-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা, দ্বন্দ নিরসন এবং জলাশয় ও নিম্নাঞ্চলের মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদন করবে ইউএফসির দায়িত্ব হবে সমাজভিত্তিক সংগঠনের জলমহলে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করা যাতে করে তা যেন ন্যায্য, গরীব মৎস্যচাষীদের উপকারে আসে এবং যেন টেকসই মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা থাকে ইউএফসি সমাজভিত্তিক সংগঠনের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে ও উপদেশ দিবে এবং জলমহল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে যাতে করে জলাভূমি টেকসই ও উৎপাদনশীল হয়

২. সমাজভিত্তিক সংগঠন যাতে সুষ্টুভাবে জলমহলের ব্যবস্থাপনা করে তা সংরক্ষণের জন্য একটি আইনী কাঠামো তৈরী করা উচিত, যা ইউএফসি দ্বারা অনুমোদিত এবং রেজিস্টার্ড (সমাজসেবা অথবা সমবায়), এবং যা সমাজ ভিত্তিক একই ধরনের ব্যক্তিগত ও সরকারি জলমহল ব্যবস্থাপনাকে স্বীকৃতি প্রদান করে

৩. কার্যকর ও ন্যায়সংগত সমাজভিত্তিক সংগঠনের জন্য

জাতীয় নীতি তৈরী করা যা জবাবহিদিতার সৃষ্টি করবে জলমহল এবং সমাজ বৈচিত্রময়, সুতরাং সমাজভিত্তিক সংগঠন স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা উচিত্ব এছাড়াও কার্যকর সমাজভিত্তিক সংগঠন হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক (যেমন নিয়মিত নির্বাচনের আয়োজন করা) স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতা মূলক (সাধারণ মিটিং-এর মাধ্যমে) এই সংগঠনগুলোর উচিত গ্রামবাসীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, পুরুষ ও মহিলার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সঠিক হিসাব রক্ষা করা ও মৎস্য সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করা

৪. জলাভূমির সাথে সংশিষ্ট সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতোমধ্যে সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং সহব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিভিন্ন সংস্থা বিশেষ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ অনুশীলন করে দেখেছে এই বিষয়ক কার্যক্রম ও কৌশল প্রসারের ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তর এর সাথে সংশি ষ্টসংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতৃত্ব দিতে পারে

৫. একটি দ্বিমূখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারে

(ক) যেসব বৃহৎ জলাভূমি ব্যবস্থা মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ ও জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোর জন্য প্রকল্প তৈরী করা প্রয়োজন যা কিনা সমাজ ভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জলাভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও জাতীয় স্বার্থে জলাভূমির উৎপাদনশীলতা ও জীব বৈচিত্র পুন:রুদ্ধার করবে

(খ) অন্য উপজেলায় যেখানে সাধারণত অনেক বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলমহল/জলাভূমি, আছে সেখানে ইউএফসির মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলায় চলমান কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে, যাতে প্রতি ২ বছর পর পর উঁচু মানের সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরী করা যায় এই কর্মসূচী চালু করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সক্রিয় এনজিওদের আর্থিক সহায়তা দেয়া যেতে পারে এবং সেখানে যথেষ্ট দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মৎস্য কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে

৬. সরকারের উচিত ইউএফসি এর কার্যক্রমের জন্য আলাদা করে অর্থ জমিয়ে রাখা উপরন্তু, ইউএফসি অনুমোদিত মৎস্য সংরক্ষণ ও পূনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে এমন সব প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে যোগ্য সমাজভিত্তিক সংগঠনকে সহায়তা দান ও সাহায্য করা এবং যেখানে আয় বর্ধক উৎস নেই সেখানে সহায়তা করা

এ ধরনের চাহিদা কিছুটা পুরণ হতে পারে আয় বিধায়ক তহবিলের বরাদ্দের টাকা থেকে বিশেষ করে যেখানে বৃহত্তর জলাভূমি রয়েছে অন্যান্য সংস্থার অগ্রাধিকারকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে সম্পদ জলাভূমি সংরক্ষণের কাজে চালিত করা সম্ভব যেমন: স্থানীয় এনজিও সমূহকে বোঝানো, গরীব মৎস্যজীবিদের বিকল্প কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা অন্যদিকে পানি সম্পদ উন্নয়ণ সংস্থাকে সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠণ ও ইউএফসি কতৃক চিহ্নিত মাছ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের আবাস্থল পুন:রুদ্ধারের কাজে উৎসাহিত করা যায়

চ্যালেঞ্জ ও পরবর্তী পদক্ষেপ

১. উপজেলা ফিশারীজ কমিটি (ইউএফসি)-এর অনুমোদন এবং প্রতিষ্ঠা করা প্রথমত সেইসব উপজেলায় যেখনে একাধিক সমাজভিত্তিক সংগঠন রয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রধান প্রধান উপজেলায় এর বিস্তার ঘটানো বিশেষ করে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি রয়েছে

২. মৎস্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী সংশি ষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সমাজভিত্তিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে ইউএফসি তৈরী করা

৩. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যপরিধি পরিবর্তন করা যাতে ইউএফসিতে তাদের ভূমিকার সাথে সঙ্গতি থাকে এবং মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনার কার্য্যক্রমটি তদারকি করা যায়

৪. উপজেলা মৎস্য কমিটি যেন জলাভূমি ব্যবস্থাপনা ও সিবিওদের কার্যক্রম পরীবিক্ষণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একটি গাইড লাইন থাকা প্রয়োজন যার ভিত্তিতে তারা সমাজভিত্তিক সংগঠন গুলোকে ইউনিয়ন পরিষদের মিটিং এ আমন্ত্রন জানাবেন্ব সিবিও এবং মৎস্য জীবিরাও ইউএফসির কাজের অগ্রগতি মনিটর করতে পারবে এই সংক্রান্ত নির্দেশও লিখিত থাকা প্রয়োজন্ব

৫. ইউএফসি সদস্যদের মুক্ত জলাভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে

৬. সরকার ও অন্যান্য সংস্থাকে সমাজভিত্তিক সংগঠনের বিকাশের জন্য অর্থ যোগানে উৎসাহিত করা বিশেষ করে সেই সকল এলাকায় যেখানে সরকার কতৃক জলাভূমিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আছে

৭. সমাজ ভিত্তিক সংগঠনগুলির উন্নয়নের কাজে সরকার ও এনজিওর মাঝে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত্ব এক্ষেত্রে সেইসব এনজিওদের বাছাই করা উচিত যারা টেকসই ও গরীবদের অনুকুল সংগঠন তৈরীর যোগ্যতা রাখে

SOURCES

DOF. 2006. Inland Capture Fisheries Strategy, Department of Fisheries, Dhaka.

Halder, S. and P. Thompson (2006) Community based co-management: a solution to wetland degradation in Bangladesh, MACH Technical Paper 1. Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka. pp 24.

রচনা: ড: পল থমসন | **সম্পাদনা:** ডেরেল ডেপার্ট ও মাসুদ সিদ্দিকী | **সমন্বয়:** এষা হোসেন | **ভাষান্তর:** ড: খুরশীদ আলম ও শচীন্দ্র হালদার

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাচ্ হেডকোয়ার্টার, বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬, URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net